ইসরায়েল সমস্যা ও প্রতিশ্রুত ভূমি

তত্ত্বীয় বিচার

ইসরায়েল সমস্যা ও প্রতিশ্রুত ভূমি তত্ত্বীয় বিচার

মুসা আল হাফিজ

প্রকাশক: রূপসী বাংলা

৩৮ পি. কে. রায় রোড, বাংলাবাজার (২য় তলা), ঢাকা ১১০০

৳ ০১৭১০৭৭৯০৫০

ইসরায়েল সমস্যা ও প্রতিশ্রুত ভূমি: তত্ত্বীয় বিচার

১ম প্রকাশ: মাঘ ১৪৩০; ফেব্রুয়ারি ২০২৪

© মুসা আল হাফিজ

সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত; স্বত্বাধিকারী ও প্রকাশকের লিখিত অনুমতি ব্যতীত যেকোনো মাধ্যমে বইটি আংশিক বা সম্পূর্ণ প্রকাশ একেবারেই নিষিদ্ধ

মূল্য: ২০০ টাকা

The Israel Problem and the Promised Land: A Theoretical Trial
(Published in Bengali)

by *Musa Al Hafij*

Published by Ruposhi Bangla

38 P. K. Ray Road, Banglabazar (1st floor), Dhaka 1100

ISBN: 978-984-98497-2-8

উৎসর্গ

প্রফেসর ড. আব্দুল ফাত্তাহ আল-ওয়াইসি

সূচি

প্রতিশ্রুত ভূমির দাবি বনাম তোরাহ ও কুরআনের আলোকে ফিলিস্তিনি ভূমির মালিকানা ৯
প্রতিশ্রুত ভূমির প্রমাণ ৯
এই প্রচারণা মিথ্যা ১২
বাইবেলের বিচারে ইসরায়েল রাষ্ট্রের ন্যায্যতা নেই! ১৩
আল কুরআনে ঘোষিত প্রতিশ্রুত ভূমি ২৪
কীভাবে অধিকার হারাল ইহুদিরা? ২৭

ফিলিস্তিনে ইহুদিবাদী কলোনি : মানবতা বনাম পশুত্বের সংঘাত ৩১
ফিলিস্তিনের আদি বাসিন্দা কারা? ৩২
জেরুজালেমের প্রতিষ্ঠাতা কারা? ৩২
আল আকসার প্রতিষ্ঠা : ৩৩
আল কুরআনে বায়তুল মাকদিসের মহিমা : ৩৩
হাদিসে বায়তুল মাকদিসের মহিমা : ৩৪
ফিলিস্তিনে বনি ইসরায়েলের আগমন ও শাসন : ৩৬
ফিলিস্তিন থেকে ইহুদিদের চূড়ান্ত বিতাড়ন : ৩৭
আধুনিক যুগে : ৩৮
জায়নবাদ ৩৯
তুর্কি সুলতান আব্দুল হামিদ সানি ৩৯
প্রথম আলিয়া (গণঅনুপ্রবেশ) ৪০
ব্যারন রথচাইল্ড ৪০
আরব জাতীয়তাবাদ ৪০
রিভাল চুক্তি ৪০
বেলফোর ঘোষণা ৪১
ব্রিটেনের ষড়যন্ত্র ৪১
প্রথম বিশ্বযুদ্ধ ৪১
দ্বিতীয় আলিয়া (গণ-অনুপ্রবেশ) ৪২

আমিন আল হুসাইনি ৪২
তৃতীয় আলিয়া (গণ-অনুপ্রবেশ) ৪৩
বুরাক দেয়াল ৪৩
চতুর্থ আলিয়া (গণ-অনুপ্রবেশ) ৪৪
ইজ্জুদ্দীন আল কাসসাম ৪৪
আমিন আল হুসাইনির ফতোয়া ৪৫
তিনটি সন্ত্রাসী সংগঠন ৪৬
পঞ্চম আলিয়া ৪৭
দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ ৪৭
নতুন পরাশক্তি ৪৭
কিং ডেভিড হোটেলে বিস্ফোরণ ৪৮
আরব এবং ইহুদিদের মধ্যে দাঙ্গা ৪৯
সুয়েজ খালসংকট ৫০
দ্বিতীয় আরব-ইসরায়েল যুদ্ধ ৫১
PLO (Palestine Liberation Organization) ৫১
ইয়োম কিপুর যুদ্ধ ৫১
'ক্যাম্প ডেভিড' ৫২
প্রথম ইন্তিফাদা ৫২
হামাস ৫৩
আসলো চুক্তিতে ৫৩
দ্বিতীয় ইন্তিফাদা ৫৩
জেরুজালেমকে ইসরায়েলের রাজধানী হিসেবে স্বীকৃতি ৫৫
মধ্যপ্রাচ্য শান্তি পরিকল্পনা ৫৬
একটি উন্মুক্ত কারাগার ৫৭
অপারেশন তুফান আল-আকসা ৫৭
ইহুদিবাদের লক্ষ্য ৫৮
ইসরায়েল, আরব ও বিশ্বশক্তি ৫৮
মুসলিম উম্মাহের করণীয় ৫৯

জায়নবাদের তত্ত্বীয় রূপকল্প, ইসরায়িলের আগ্রাসন এবং ফিলিস্তিনিদের ভবিষ্যৎ ৬৩

প্রতিশ্রুত ভূমির দাবি বনাম তোরাহ ও কুরআনের আলোকে ফিলিস্তিনি ভূমির মালিকানা

হাজার হাজার বছর ধরে ফিলিস্তিনে বসবাস করছে যে জনগোষ্ঠী, তাদের উচ্ছেদ ও বিনাশ করে সেখানে নিজেদের কলোনি সৃষ্টি ও সম্প্রসারণকে যথার্থতা দিতে ইসরায়েল উচ্চকণ্ঠ। তার দাবি হলো ফিলিস্তিনি ভূমির প্রকৃত দাবিদার ইসরায়েলিরা। এটা তাদের প্রতিশ্রুত ভূমি। এর প্রমাণ নিহিত আছে বাইবেলে। কী সেই প্রমাণ?

প্রতিশ্রুত ভূমির প্রমাণ

(ক) বুক অব জেনেসিসে আব্রাহামের বংশধরদের প্রতি রয়েছে ঈশ্বরের প্রতিশ্রুতি। মিসরের নদী থেকে শুরু করে মহানদী ফোরাত অবধি সমস্ত দেশটা আমি তোমার বংশকে দিলাম।[১]

(খ) বুক অব জেনেসিস স্পষ্ট জানাচ্ছে

প্রভু আপন মনে বললেন, 'এখন আমি কী করব তা কি আব্রাহামকে বলব?'

আব্রাহাম থেকে জন্মলাভ করবে এক মহান ও শক্তিশালী জাতি এবং আব্রাহামের জন্যই পৃথিবীর সমস্ত মানুষ আশীর্বাদপ্রাপ্ত হবে।

আমি আব্রাহামের সাথে এক বিশেষ চুক্তি করেছি। প্রভুর ইচ্ছা অনুসারে জীবনযাপনের জন্য যাতে আব্রাহামের সন্তানসন্ততি ও উত্তরপুরুষরা

১। বুক অব জেনেসিস; ১৫/১৮

আব্রাহামের আজ্ঞা পালন করে তাই এই ব্যবস্থা করেছি। এটা করেছি যাতে তারা ন্যায়পরায়ণ ও সৎ জীবনযাপন করে। তাহলে আমি প্রভু, প্রতিশ্রুত জিনিসগুলো দিতে পারব।[২]

(গ) বুক অব ডিউটারনমির ঘোষণা-

এখন তোমরা এখান থেকে যাত্রা শুরু করো আর ইমোরীয়দের পার্বত্য এলাকায় যাও। এরপর, তোমরা তাদের পার্শ্ববর্তী কনানীয়দের এই এলাকাগুলোতে যাও: অরাবা, পার্বত্য এলাকা, শফেলা, নেগেব এবং সমুদ্রতীরের এলাকা। আর তোমরা দূরে লেবানন এবং মহানদী ইউফ্রেতিস পর্যন্ত যাও।[৩]

(ঘ) বুক অব ডিউটারনমি জানাচ্ছে

তোমরা যে স্থানেই পা রাখবে, সেটা তোমাদের হয়ে যাবে। তোমাদের সীমানা প্রান্তর থেকে শুরু করে লেবানন পর্যন্ত এবং ইউফ্রেতিস নদী থেকে শুরু করে পশ্চিম সাগর পর্যন্ত বিস্তৃত হবে।[৪]

(ঙ) বুক অব এক্সোডাস জানাচ্ছে

সুফ সাগর থেকে ফোরাত নদী পর্যন্ত সমস্ত জমি তোমাদের দিয়ে দেব। তোমাদের দেশের পশ্চিম সীমান্ত হবে পলেস্টীয়দের সমুদ্র পর্যন্ত। আর পূর্ব দিকের সীমান্ত হবে আরব দেশের মরুভূমি। এই সীমানার মধ্যে বসবাসকারী প্রত্যেককে আমি তোমাদের দিয়েই পরাজিত করে বিতাড়িত করে ছাড়ব।[৫]

(চ) বুক অব নম্বরস জানাচ্ছে

প্রভু মোশিকে বললেন, ‘ইসরায়েলের লোকদের এই আদেশ দাও। তোমরা কনান দেশে আসছ। তোমরা এ দেশকে পরাজিত করবে। তোমরা সমগ্র কনান দেশটিকে দখল করবে।[৬] এরপর তিন থেকে পনেরো নম্বর পদে বলে দেওয়া হয়েছে এর চতুর্সীমা।

২। বুক অব জেনেসিস; ১৮: ১৭-১৯
৩। দ্বিতীয় বিবরণ; ১: ৭
৪। দ্বিতীয় বিবরণ; ১১:২৪
৫। যাত্রাপুস্তক; ২৩:৩১
৬। গণনাপুস্তক ; ৩৪:১-৩।

জেরুজালেম কেন্দ্রে, প্রান্তে আছে সিনাইসহ ভূমধ্যসাগর, জর্ডান নদী থেকে নীল নদ, ইউফ্রেতিস, মৃত সাগর আর গোটা হেযাযের সিংহভাগ।

(ছ) বুক অব ইজেকিয়েল জানাচ্ছে

১৩ প্রভু আমার সদাপ্রভু এই কথা বলেন, 'তুমি ইসরায়েলের বারো পরিবারগোষ্ঠীর মধ্যে এই সীমা অনুসারে জমি ভাগ করবে। জোসেফের জন্য দুই অংশ থাকবে।'

১৪ তুমি জমি সমান ভাগে ভাগ করবে। আমি এই জমি তোমাদের পূর্বপুরুষদের দেব বলে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলাম বলেই তা তোমাদের দিচ্ছি।

১৫ 'ভূমির সীমানা এ রকম: উত্তর দিকে তা হিৎলোনের পথে ভূমধ্যসাগর পর্যন্ত যাবে, যেখানে রাস্তা ঘুরে গেছে হমাৎ, সদাদ,

১৬ বরোথা, সিব্রযিম (যা দম্মেশক ও হম্মাতের সীমার মধ্যে অবস্থিত) এবং হৎসোর-হত্তীকোন, যেটা হৌরণের সীমানায় অবস্থিত।

১৭ সুতরাং সেই সীমানা সমুদ্র থেকে দম্মেশকের সীমানার উত্তরদিকে অবস্থিত হৎসোর ঐনন পর্যন্ত যাবে। আর হমাতের সীমা হচ্ছে ওই উত্তর প্রান্ত।

১৮ 'পূর্ব দিকের সেই সীমা হৎসোর ঐনন অর্থাৎ হৌরণ ও দম্মেশকের মধ্য থেকে গিলিয়দ ও ইসরায়েল দেশের মধ্যে জর্ডান নদীর ধার বরাবর পূর্ব সমুদ্রের দিকে একদম তামর পর্যন্ত। এ হবে পূর্ব সীমা।

১৯ দক্ষিণ দিকে, সীমা হবে তামর থেকে মরিবা কাদেশের হ্রদ পর্যন্ত। তারপর তা মিসরের নদী থেকে ভূমধ্যসাগর পর্যন্ত যাবে। এটা হবে দক্ষিণ দিকের সীমা।

২০ 'আর পশ্চিম পাড়ে ভূমধ্যসাগর একেবারে লিবো হমাতের সামনে পর্যন্ত সীমাস্বরূপ। এটা হবে পশ্চিমের সীমানা।[৭] প্রতিশ্রুত ভূমির ধারণা সেই মূল নীতি, যার ওপর ভর করে ইসরায়েল রাষ্ট্র গঠিত। জায়নবাদী ভাষ্যের দাবি, আধুনিক ইহুদিরা ইসরায়েলীয় এবং ম্যাকাবাসের বংশধর, যাদের মাধ্যমে তারা তাদের জাতীয় স্বদেশ" পুনর্গঠনের অধিকার পেয়েছে।[৮]

৭। ইজকিয়েল; ৪৭: ১৩-২০।

৮। অ্যান্টোনিয়াস অ্যান্টোনিয়াস, ইহুদিদের ইতিহাস, মিসরীয় প্রিন্টিং কোম্পানি, ১ম সংস্করণ, ২০০৬, পৃ. ১১,।

অনেক ইহুদি মনে করে বাইবেলে আব্রাহামের সাথে ঈশ্বরের চুক্তির পরিপূর্ণতা নিশ্চিত হয়েছে ১৯৪৮ সালে প্রতিষ্ঠিত ইসরায়েল রাষ্ট্রের মাধ্যমে।[৯]

কিন্তু এই প্রচারণা মিথ্যা

কারণ ১. বাইবেলের মতে, আব্রাহামের বংশধর কেবলমাত্র ইহুদিরা নয়। অন্য বহু জাতি এই বংশধারার অংশ। ইতিহাস প্রমাণ করে, ইবরাহিম (আ.)-এর বংশধরদের প্রধান ধারা দুটি। এক. বনু ইসমাইলি, দুই. বনু ইসহাক। প্রথম ধারা ইবরাহিম (আ.)-এর পুত্র ইসমাইল (আ.)-এর বংশধরদের মাধ্যমে বিস্তৃত। তারা হলেন আরব। ইসমাইলি বংশধারায় জন্মগ্রহণ করেন হজরত মুহাম্মদ (সা.)। ইবরাহিম (আ.)-এর বংশধরদের জন্য প্রদত্ত প্রতিশ্রুতির অর্ধেক দাবিদার তাই আরবরা। ইবরাহিম (আ.)-এর আরেক সন্তান হজরত ইসহাক (আ.)।

বাইবেলের মতে, তার এক ছেলে ইসুস, আরেক ছেলে ইয়াকুব। ইসুসের বংশধরদের থেকে জন্ম নিয়েছ আমালিকাসহ বহু গোষ্ঠী। তারা ফিলিস্তিন, জর্ডান, লেবানন, সিরিয়া, ইরাক, হেজাজসহ আরব অঞ্চলে বিস্তৃত। তারাও এই প্রতিশ্রুতির ভাগিদার। ইসহাক (আ.)-এর আরেক সন্তান ইয়াকুব (আ.)। তার অন্য নাম ছিল ইসরায়েল। ইউসুফ (আ.)সহ তার ছিলেন ১২ সন্তান। তাদের বংশধরদের থেকে জন্ম নিয়েছে বহু গোত্র-উপগোত্র। তাদের প্রত্যেকেই এই প্রতিশ্রুতির অংশীদার। ইয়াকুব (আ.)-এর সপ্তম সন্তানের নাম ইয়াহুদা। তার বংশধরদের একটি অংশকে ইহুদি বলা হয়। বনু ইসরায়েল মাত্রই ইহুদি নয়।

তার মানে দাঁড়াচ্ছে ইবরাহিম (আ.)-এর প্রতিশ্রুতির ওপর ভর করেই যদি ইসরায়েল রাষ্ট্র গঠন করতে হয়, তাহলে কোনো বিচারেই তা ইহুদি রাষ্ট্র হতে পারে না। এমনকি ইহুদিপ্রধান রাষ্ট্রও হতে পারে না। ইহুদিরা হতে পারে এই রাষ্ট্রের সংখ্যালঘু একটি জনগোষ্ঠী মাত্র। সেখানে স্থানীয় আরব-মূল খ্রিষ্টানদের দাবিও থাকবে। কারণ যিশুখ্রিষ্ট বনু ইসরায়েল বংশধারার

৯। bitesize. (s.d.). Récupéré sur. https://www.bbc.co.uk/bitesize/guides/zf3yb82/revision/6.

একজন। এই বংশধারা থেকে ইহুদি ধর্ম যেমন বিকশিত, তেমনি জন্ম নেয় খ্রিষ্টধর্ম। এগুলো ছাড়া স্থানীয় আরও বিভিন্ন ধর্ম ও সংস্কৃতির জন্ম হয়েছে ইসরায়েলি বংশ থেকে।

আমাদের ভুলে যাওয়া উচিত নয় ইবরাহিম, ইসহাক ও ইয়াকুবের (আ.) কন্যাদের কথাও। তাদের সূত্রে যে বংশধররা বিস্তৃত হয়েছেন, তারাও এই প্রতিশ্রুতির হকদার। এই বংশধরদের ইহুদি বলা যাবে না। তারা নানা গোত্র, সংস্কৃতি ও ধর্মে বিভক্ত। বেশির ভাগই মুসলিম ও খ্রিষ্টান হয়েছে। তারা সবাই মিলে হবে অর্ধেক। বাকি অর্ধেক কেবল ইসমাইলি ধারার অধিকার। কিন্তু এটাও যথেষ্ট নয়। কারণ বনু ইসরায়েল বংশধারার বিপুল অংশ ইসলামে দীক্ষিত হয়েছেন। ফলে ইবরাহিম (আ.)কে প্রদত্ত প্রতিশ্রুতির ভিত্তিতেই যদি রাষ্ট্রগঠন করতে হয়, তাহলে অবধারিতভাবেই সেটা হবে আরবপ্রধান, মুসলিমপ্রধান রাষ্ট্র। খ্রিষ্টানরা হবে প্রধান সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠী। এর পরে ইহুদি বা অন্যান্য স্থানীয় ধর্ম ও সংস্কৃতির অনুসারী জনগোষ্ঠী। এটা হচ্ছে ঐতিহাসিক ন্যায়।

বাইবেলের বিচারে ইসরায়েল রাষ্ট্রের ন্যায্যতা নেই!

১. ইহুদি ধর্মতাত্ত্বিকদের অনেকেই মনে করেন, এই প্রতিশ্রুত ভূমি অর্জিত হবে ইহুদিদের মেসিয়াহ এর পুনরাবির্ভাবের পরে। এর পক্ষে ধর্মীয় সাক্ষ্যও রয়েছে প্রচুর। ফলে তাদের বিচারে যিশুর আগমনের আগে বাইবেলের প্রতিশ্রুত ভূমির নাম করে ইসরায়েল রাষ্ট্রগঠন সঠিক নয়।[১০]

অর্থোডক্স জিউসরা মনে করেন, যত দিন না মেসিয়াহ (আ.) আসছেন, তত দিন ইহুদিদের জন্য আলাদা কোনো রাষ্ট্রের প্রয়োজন নেই। যারা এই বিশ্বাস নিজেদের মধ্যে ধারণ করেন না, তারা প্রকৃত ইহুদি ধর্ম থেকে সরে গেছেন বলে মনে করেন এই অর্থোডক্স ইহুদিরা, যারা হারেদি জিউস হিসেবে পরিচিত।

ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ দশকে যখন রাজনৈতিকভাবে জায়োনিজম প্রতিষ্ঠিত হয়, তখন থেকেই এর বিরুদ্ধে সোচ্চার হন হারেদি জিউসদের

১০। bitesize. (s.d.). Récupéré sur. https://www.bbc.co.uk/bitesize/guides/zf3yb82/revision/6.

রাব্বিরা। তারা মনে করেন সেক্যুলার জায়োনিস্টদের কারণে ইহুদিরা ধর্মচ্যুত হয়ে পড়বেন। সে কারণে গত শতাব্দীর ত্রিশের দশকে অর্থোডক্স জিউসদের রাব্বিরা ইউরোপে অবস্থানরত হারেদি জিউসদের ইসরায়েল রাষ্ট্র গঠনের উদ্দেশ্যে ফিলিস্তিনে যেতে নিষেধ করেন। তারা এখনো ধর্মীয় কারণে এই রাষ্ট্রের বিরোধিতা করেন।

২. যদি বলা হয় এই প্রতিশ্রুতি কেবল প্রতিশ্রুতিকাল ও সংশ্লিষ্ট নবীদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য, তাহলে জটিলতা আর থাকছে না। কারণ সেই প্রতিশ্রুতি প্রায় তিন হাজার বছর আগে বাস্তবায়িত হয়ে গেছে। কিং ডেভিড এখানে রাজত্ব করেন খ্রিষ্টপূর্ব ১০৯০ থেকে ৯৭০ সন অবধি। কিং সলোমন রাজত্ব করেন খ্রিষ্টপূর্ব ৯৭০ থেকে ৯৩১ পর্যন্ত, টানা ৪০ বছর। বাইবেলের বিচারে সলোমন পুরো পৃথিবী শাসন করেন। এই রাজত্বের মাধ্যমে সেই প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়ন হয়ে গেছে। তাদের আগে ও পরে বনু ইসরায়েলের শাসন জারি ছিল সেখানে। সেই শাসন অবশেষে উচ্ছেদ হয় এবং ফিলিস্তিন থেকে তারা বিতাড়িত হয়।

৩. কেন রাষ্ট্রচ্যুত হয় ইহুদিরা? কেন তারা বিতাড়িত হয়? ইহুদিরা যুগ যুগ ধরে বিশ্বাস করে এসেছে এবং এখনো বহু ইহুদির বিশ্বাস, সেই বিতাড়ন ছিল পাপের কারণে ঈশ্বরের শাস্তি।[১১]

তোরাহ এর পরেই ইহুদি ধর্মের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ তালমুদ স্পষ্ট করেছে, ইহুদিদের রাষ্ট্র ধ্বংসের ঘটনার জন্য আসল দায়ী ইহুদিরাই। নিজেদের মধ্যকার জাতি-উপজাতির কোন্দল থেকেই রাষ্ট্রের বিনাশ ঘটে।

৪. মজার ব্যাপার হলো, তোরাহ জানায়, ঈশ্বরকে একমাত্র খোদা বলে বিশ্বাস করা আর তার বিধান মানার বদলে নোয়াহ (নূহ আ.) ও তার সন্তানদের দেওয়া হয় সমস্ত দুনিয়ার কর্তৃত্ব। এ বিষয়ে সন্ধি হয় ঈশ্বর আর নোয়াহর মধ্যে। শুধু মানুষের বিশ্ব নয়; বরং বাইবেলের ঈশ্বরের মতে, দুনিয়ার সমস্ত জীব-জন্তু, আকাশের পাখি, বুকে হাঁটা প্রাণী আর সাগরের মাছ তোমাদের ভীষণ ভয় করে চলবে, এগুলো তোমাদের হাতেই দেওয়া হলো।[১২]

১১। bitesize. (s.d.). Récupéré sur. https://www.bbc.co.uk/bitesize/guides/zf3yb82/revision/6.
১২। বুক অব জেনেসিস; ৯: ২।

বাইবেল সেই সন্ধিকেও চিরন্তন বলে ঘোষণা করে। কিন্তু নোয়াহর বংশধররা এই সন্ধি থেকে বিচ্যুত হয়। বিপথগামী হয়, পৌত্তলিকতায় ডুবে যায়। ফলে ঈশ্বর আবার সন্ধি করলেন আব্রাহামের সাথে। ঈশ্বরের সাথে নোয়াহর সন্ধি আর আব্রাহামের সাথে সন্ধির একটা বড় পার্থক্য হলো ঈশ্বর নোয়াহর বংশধরদের সমগ্র পৃথিবী দিয়েছিলেন আর আব্রাহামের বংশধরদের পৃথিবীর একটা ক্ষুদ্র অংশ কেনানিদের বাসভূমি চিরস্থায়ীভাবে প্রদানের অঙ্গীকার করেন।

বাইবেলের দ্বিতীয় বিবরণ ইঙ্গিত করে, কেনানীয়দের পাপের কারণে এই সিদ্ধান্ত নেন ঈশ্বর। বুক অব জেনেসিসে আছে কেনানের ওপর নোয়াহর অভিশাপের কথা। সেই অভিশাপ দেওয়া হয় পাপের কারণে। এর মানে পরিষ্কার। খোদার একত্বে বিশ্বাস ও সদাচারের শর্তের ভিত্তিতে আব্রাহামকে এই প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়, এটা জানাচ্ছে তোরাহর ওপর রচিত ভাষ্য, ব্যাখ্যা ও সম্প্রসারণমূলক গ্রন্থ মিদরাস।

স্বয়ং বাইবেল জানাচ্ছে, প্রতিশ্রুত ভূমি দানের শর্ত হলো ইবরাহিম (আ.)-এর একত্বের আদর্শ মানা, ন্যায়পরায়ণ ও সৎ জীবন যাপন করা ছিল সেই চুক্তির মূল শর্ত। আমি আব্রাহামের সাথে এক বিশেষ চুক্তি করেছি। প্রভুর ইচ্ছা অনুসারে জীবনযাপনের জন্য যাতে আব্রাহামের সন্তানসন্ততি ও উত্তরপুরুষরা অব্রাহামের আজ্ঞা পালন করে তাই এই ব্যবস্থা করেছি। এটা করেছি যাতে তারা ন্যায়পরায়ণ ও সৎ জীবনযাপন করে। তাহলে আমি প্রভু, প্রতিশ্রুত জিনিসগগুলো দিতে পারব।[১৩]

৫. ইবরাহিমের সাথে প্রভুর চুক্তিকে নস্যাৎ করেছিল ইহুদিরা। বাইবেলের অনেকগুলো পদে স্পষ্ট যে এই চুক্তির নিদর্শন ছিল আব্রাহামের নিয়মে খতনার সুন্নত।[১৪]

কিন্তু 'সমস্ত ইহুদি সুন্নত পরিত্যাগ করেছিল'[১৫]

আমরা তোরাহে পড়ি: 'মরুভূমিতে থাকার সময় অনেক যোদ্ধাই প্রভুর কথা শোনেনি, তখন প্রভু কসম করলেন, তাদের পূর্বপুরুষদের কাছে দুধ আর

১৩। বুক অব জেনেসিস; ১৮: ১৭-১৯

১৪। বুক অব জেনেসিস; ১৭: ৯-১৪।

১৫।[د.يوسف عيد، موسوعة الأديان السماوية والوضعية، ط، ، ص]

মধুতে ভরা যে দেশটা আমাদের দেবেন বলে তিনি ওয়াদা করেছিলেন, তা তারা দেখতে পাবে না।[১৬]

যারা তার বাণী অগ্রাহ্য করেছিল তাদের ঈশ্বর ৪০ বছর মরুভূমিতে ঘুরিয়েছিলেন যে পর্যন্ত না ওইসব যোদ্ধা শেষ হয়। তারা মারা গেলে তাদের সন্তানরা তাদের স্থান নিল।[১৭]

৬. আব্রাহামের জন্য দ্বিতীয় চুক্তি ছিল প্রভুর পথে চলার জন্য। আর মুসার দশ আদেশে ইসরায়েলিদের ঈশ্বর শর্ত দিয়েছিলেন মূর্তি পূজা না করার জন্য।[১৮]

তোরাহর বিধান ছিল- সেই সময় লোকেরা তাদের স্বর্ণ ও রৌপ্য মূর্তিগুলো ছুড়ে ফেলে দেবে। (লোকেরা এই সব মূর্তিকে পুজো করার জন্য তৈরি করেছিল।) এই সব মূর্তিকে লোকেরা বাদুড় ও ছুচোর গর্তে নিক্ষেপ করবে।[১৯]

কিন্তু ইসরায়েলিদের দেশ মূর্তি দ্বারা পরিপূর্ণ ছিল। তোরাহ জানায়: তোমাদের দেশ মূর্তিতে পরিপূর্ণ। নিজেদের হাতে গড়া মূর্তির সামনে লোকেরা নতজানু হয়ে তাদের পুজো করে।[২০]

এদের ব্যাপারে তোরাহর ঘোষণা, লোকেরা খুব নীচ এবং হীন হয়ে গেছে। তাই ঈশ্বর, আপনি তাদের নিশ্চয়ই ক্ষমা করবেন না।[২১]

প্রতিশ্রুত ভূমির পুরস্কার দূরে থাক, তাদের জন্য বরং তোরাহর ঘোষণা হলো-ওই সব অহঙ্কারী লোকেরা লেবাননের উচ্চ ও উন্নত এরস বৃক্ষের মতো। তারা বাশনের বৃহৎ এলা বৃক্ষের মতো। কিন্তু ঈশ্বর এই সব লোককে শাস্তি দেবেন।

এই সব অহঙ্কারী লোক দীর্ঘ পর্বতমালা ও উচ্চ পাহাড়ের মতো।

এই সব লোক লম্বা দুর্গ, উচ্চ শক্তিশালী প্রাচীরের মতো। কিন্তু ঈশ্বর এই সব লোককে শাস্তি দেবেন।

১৬। বুক অব ইসাইয়া ৫:৫।

১৭। বুক অব ইসাইয়া ৫:৫।

১৮। যাত্রাপুস্তক ২০:২–১৭ , দ্বিতীয় বিবরণ ৪:১৩, দ্বিতীয় বিবরণ ১০:৪।

১৯। বুক অব ইসাইয়া; ২:২০

২০।বুক অব ইসাইয়া; ২:৮

২১। বুক অব ইসাইয়া; ২:৯।

এই সব লোক তর্শীশের বড় জাহাজের মতো। (জাহাজগুলো গুরুত্বপূর্ণ জিনিসে পরিপূর্ণ।) কিন্তু ঈশ্বর এই সব অহঙ্কারী লোককে শাস্তি দেবেন।[২২]

৭. তারা ঈশ্বরের শর্ত মানেনি এবং ঈশ্বরের পথে হাঁটেনি। তারা প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করেছে এবং ঈশ্বরের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছে। তোরাহ জানাচ্ছে,

যাকোব ও ইসরায়েল থেকে লোকদের ধনসম্পদ নিতে কে দিয়েছিল? প্রভুই তাদের এসব কাজ করার অনুমতি দিয়েছিলেন। আমরা প্রভুর বিরুদ্ধে পাপ কাজ করেছিলাম। তাই প্রভু আমাদের ধনসম্পদ নিয়ে নিতে লোকদের অনুমতি দিয়েছিলেন। ইসরায়েলের লোকেরা প্রভুর বিধির প্রতি মনোযোগ দেয়নি। প্রভু যেভাবে চেয়েছিলেন, সেভাবে ইসরায়েলের লোকেরা জীবনযাপন করেনি।[২৩]

ফলে ঈশ্বর তাদের জন্য কী বিধান ঘোষণা করলেন? তোরাহ জানাচ্ছে,

তাই প্রভু তাদের ওপর রুদ্ধ হন। তিনি তাদের বিরুদ্ধে শক্তিশালী যুদ্ধ ঘটিযেছিলেন। এমন হয়েছিল ঠিক যেন ইসরায়েলের লোকেরা আগুন দিয়ে ঘেরা ছিল। কিন্তু তারা কী ঘটছিল তা জানত না। ঘটনাটা ছিল তাদের পুড়ে যাওয়ার মতোই। কিন্তু যা ঘটছিল তারা তা বোঝার চেষ্টা করেনি।[২৪]

এর মানে পরিষ্কার। ইহুদিদের বিরুদ্ধে চরম আক্রমণ, অবরুদ্ধদশা ও আগুনে ঘেরাও অবস্থাকে চাপিয়ে দিলেন ঈশ্বর। এটাই ছিল তাদের প্রতিশ্রুত ফলাফল।

৮. ঈশ্বর তাদের আদেশ করেন যেন তারা কোনো অবিশ্বাসী জাতির সাথে চুক্তি করা ও সম্পর্ক রাখা থেকে বিরত থাকে। বিধান ছিল, তোমরা ওই সব লোকের সাথে অথবা তাদের দেবতাদের সাথে কোনো রকম চুক্তি করবে না।[২৫]

কিন্তু তারা কী করল? তোরাহ জানাচ্ছে,

শিটিমের কাছে ইসরায়েলের লোকেরা শিবির স্থাপন করেছিল। সেই সময় ইসরায়েলের লোকেরা মোয়াবের স্ত্রীলোকের সাথে যৌন পাপে লিপ্ত হয়েছিল।

২২। বুক অব ইসাইয়া; ২:১৩-১৬
২৩। বুক অব ইসাইয়া; ৪২:২৪
২৪। বুক অব ইসাইয়া; ৪২:২৪।
২৫। যাত্রাপুস্তক; ২৩:৩২

মোয়াবের স্ত্রীলোকেরা লোকদের সেখানে আসার জন্য এবং তাদের মূর্তিদের কাছে বলিদানে যোগদানের জন্য আমন্ত্রণ জানাল। ফলে ইসরায়েলীয়রা মূর্তিদের পূজায় যোগদান করল। তারা উৎসর্গীকৃত দ্রব্যসামগ্রী খেয়ে সেই মূর্তিদের পূজাও করল। এভাবে ইসরায়েলের লোকেরা বাল্-পিয়োরের মূর্তির পূজা শুরু করল। তাই প্রভু তাদের ওপর প্রচণ্ড ক্রুদ্ধ হলেন।[২৬]

৯. তারপর ঈশ্বর তাদের সাথে একটা চুক্তি করলেন। মোসেজের সাথে ইহুদিরা এই চুক্তিতে আবদ্ধ হন। এই চুক্তির ভিত্তিতে তারা হয় ঈশ্বরের প্রজা। তোরাহের বিবরণী, মোশি এবং যাজকেরা ইসরায়েলের লোকদের সাথে কথা বললেন, 'হে ইসরায়েল, শান্ত হয়ে শোনো। আজ তোমরা প্রভু তোমাদের ঈশ্বরের প্রজা হলে।

সুতরাং প্রভু, তোমাদের ঈশ্বর, যা যা বলেন তার সবই পালন করো। আমি আজ তার যেসব আজ্ঞা ও বিধি আদেশ করছি তা অবশ্যই পালন করবে।'[২৭]

মোসেজের মাধ্যমে ঈশ্বরের সাথে সম্পন্ন সেই চুক্তির বিষয় কী ছিল? তোরাহ জানায় সেগুলো হচ্ছে,

'যে কেউ মূর্তি তৈরি করে এবং সেগুলো গোপন জায়গায় রাখে, সেই অভিশপ্ত হয়। ওই মূর্তিগুলো শিল্পীর দ্বারা খোদিত বা ছাঁচে ঢালা মূর্তি ছাড়া আর কিছুই নয়। প্রভু এগুলোকে ঘৃণা করেন।' তখন সব লোক উত্তরে বলবে, 'আমেন!'

লেবীয়রা বলবে, 'পিতা-মাতাকে যে কেউ অসম্মান করে, সে শাপগ্রস্ত!' তখন সব লোক উত্তরে বলবে, 'আমেন!'

লেবীয়রা বলবে, 'যে ব্যক্তি প্রতিবেশীর জমির চিহ্ন স্থানান্তর করে, সে শাপগ্রস্ত!' তখন সব লোক উত্তরে বলবে, 'আমেন!'

লেবীয়রা বলবে, 'যে ব্যক্তি কোনো অন্ধকে ভুল পথে চালায়, সে শাপগ্রস্ত!' তখন সব লোক উত্তরে বলবে, 'আমেন!'

২৬। গণনাপুস্তক; ২৫:১-২

২৭। দ্বিতীয় বিবরণ; ২৭: ৯-১০।